আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০১৮ এর প্রত্যয়
"যুবদের জন্য নিরাপদ স্থান"
ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন

ধারণা পত্র

বিশ্বে এই মুহূর্তে যুবদের সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির এক-তৃতীয়াংশ যুব জনগোষ্ঠি । যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের যুবদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। বৃটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বায়ান্ন এর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টি'র শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে সম্পৃক্তা, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এই যুব সমাজ। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যুব সমাজকে "সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ" বলে উল্লেখ করেন। আমাদের দেশের যুবরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্ব-প্রণোদিত ভাবে উৎসাহিত হয়ে ১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব সংগঠক সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজ, ধূমপান এবং মাদক বিরোধী কার্যক্রম করার অভিপ্রায়ে "ইয়ং পাওয়ার" নামে একটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে "ইয়ং পাওয়ার" যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারী অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। বিগত তিন দশকের অধিক সময় ধরে ইপসা উন্নয়ন কর্মসূচীতে যুবদের অংশগ্রহন, অংশীদারিত্ব, নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে।

ইপসা মনে করে এই বিশাল যুব গোষ্ঠিকে নৈতিক, আধুনিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করা জরুরি। গবেষণা, সিদ্ধান্তগ্রহন, সামাজিক উন্নয়ন, রাজনীতি এসব জায়গায় যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার সঙ্গে যুবদের দক্ষ করে তুলতে হবে। উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে যুবসমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা, ছেলেমেয়ের বৈষম্য দূর করতে হবে। অন্যথায় যুব সমাজ মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদক চক্র, আত্মহত্যা ও খুনের সাথে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যা যুবদের বীরত্বগাথা ইতিহাসকে ম্লান করে দিবে ও সমাজের শান্তি বিনষ্ট করবে।

যুবদের বিকাশ ও উন্নয়নে ১৯৯৮ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অব মিনিষ্টার রেসপন্সিবল ফর ইয়ুথ' ১২ আগষ্টকে 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাব করা হয়।এরপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা পালন শুরু হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলোঃ **যুবদের জন্য নিরাপদ স্থান**। ইপসা প্রতিবারের মত এবারো তার কর্ম-এলাকায় যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহনে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০১৮' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

ইপসা বিশ্বাস করে যুবদের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য নিরাপদ স্থান প্রয়োজন যেখানে যুবরা একত্রিত হতে পারবে, যুবদের চাহিদা ও আগ্রহ কে গুরুত্ব দেওয়া হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় যুবদের অংশগ্রহনের সুযোগ থাকবে ও স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকবে। স্থান সমূহে যুবদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। যুবদের নিরাপদ স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম স্থান হল **সিভিক স্পেস** যেখানে যুবরা সুশাসন চর্চায় নিজেরা অংশগ্রহন করবে; **পাবলিক স্পেস** যেখানে যুবরা দেশীয় সংস্কৃতি, সৃজনশীল বিনোদন ও খেলাধুলার অংশগ্রহন করবে; **ডিজিটাল স্পেস** এর মাধ্যমে যুবরা নিজ দেশের সীমানার বাইরে বর্হিবিশ্বের সাথে আন্তঃযোগাযোগ তৈরী করবে; এবং পরিকল্পিত **ভৌত স্পেস** এর মাধ্যমে যুবরা দেশপ্রেমিক, পরিবেশ বান্ধব মন-মানষিকতা, অ-সম্প্রদায়িক চেতনা ও স্বেচ্ছাসেবার মন-মানষিকতায় উদ্বুদ্ধ হবে। ইপসা যুবদের উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতার উন্নয়ন, দেশপ্রেমিক, পরিবেশ বান্ধব মন-মানষিকতা, অ-সম্প্রদায়িক চেতনা ও স্বেচ্ছাসেবার মন-মানষিকতায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্ম-কান্ড পরিচালিত করে আসছে। যেমন- ইপসা-সিভিক কনসোটিয়াম এর উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম, ইপসা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, ইপসা ফেয়ারর লেবার মাইগ্রেশন ইন বাংলাদেশ কর্মসূচী, ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রো স্কীলস প্রকল্প, যুবদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম, প্রতিবন্ধি যুবদের দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, তথ্য-প্রযুক্তিতে যুবদের অভিগম্যতা সৃষ্টি কার্যক্রম ইত্যাদি।

ইপসা'র অন্যতম মূল্যবোধ হল বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। ইপসা তার কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য গুনাবলী সম্পন্ন এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই (ভিন্ন লিঙ্গ, ভিন্ন মনোভাব, ভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট, প্রতিবন্ধি ব্যক্তি) সফলভাবে কাজ করতে পারে। ইপসা বিশ্বাস করে উপরোক্ত স্পেসগুলিতে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি, লিঙ্গ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করতে পারলে তারা কার্যকরভাবে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখবে এবং সামাজিক শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ এর অন্যতম লক্ষ্য ১১ তে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমন্বিত ও টেকসই নগরীকরণের জন্য পর্যাপ্ত স্থান বিধান। নতুন শহুর উন্নয়ন কর্মসূচীতে যুবদের জন্য পাবলিক স্পেস এর প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের ওয়াল্ড প্রোগ্রাম অফ এ্যাকশন ফর ইয়্যুথ, কাঠামোতে যুব উন্নয়নে অগ্রাধিকারভাবে বিনোদনমূলক কর্মকান্ডকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা যুবকদের মনোবৈজ্ঞানিক, জ্ঞানীয় ও শারীরিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে যুবরা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বেড়ে ওঠছে। যুবরা রাজনৈতিক, নাগরিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হতে চায়, কিন্তু নিরাপদ স্থানগুলোর প্রাপ্যতা ও প্রবেশগম্যতা উপরোক্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংকটময় বলে ইপসা মনে করে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের প্রচেষ্ঠায় ও যুবদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরীতে যা যা করতে হবে বলে ইপসা প্রয়োজন অনুভব করে;

সুশাসন ও গণতন্ত্র চর্চার স্থান সমূহে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে; স্থানীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক চর্চা, সুস্থ বিনোদন ও খেলাধূলায় যুবদের সুযোগ ও অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে; সাধারন শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে ও ডিজিটাল দুনিয়ায় যুবদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে ; সুস্থ ধারার রাজনীতিতে যুবদের অংশগ্রহন, অ-সম্প্রদায়িক চেতনা, স্বেচ্ছাসেবার মন-মানষিকতায়, নীতি নির্ধারন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে যুবদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে সত্যিকারের মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। পাশাপাশি যুবদের চাহিদা মাফিক উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত, বিশেষ জনগোষ্ঠি ও অনগ্রসরদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আসুন, আর্ন্তজাতিক যুব দিবসে যুব সমাজের চাহিদাগুলো নিয়ে আলোচনা করি, যুবদের অর্জনগুলো স্বীকৃতি জানাই এবং সম্ভাবনাগুলো চর্চার ক্ষেত্র তৈরী করি। সমস্ত বিশ্বসহ বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও যুব বান্ধব দেশে পরিণত করার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা আজ বড় জরুরী বিষয়।

www.ypsa.org